আত্মপ্রতিকৃতি, স্থিরজীবন ও নিসর্গ

সূচীপত্র

প্রথম বৃষ্টির আঘাত ৯ ডুবে আছি কেতকী কুসুমে ১০ আত্মহত্যার প্রাক্-মুহূর্তে ১১ নিলাম শেষে ১২ পশম উৎসবের আমন্ত্রণলিপি ১৩ ক্রমশ তুর্কী তোয়ালের দিকে ১৪ গোয়েন্দার ভূমিকায় শাদা চাদর ১৫ হরিৎ আক্রমণ ১৭ সোনালি গুচ্ছের ড্যাফোডিল ১৮ অনশনের দীর্ঘদিন ১৯ বাড়ি ফেরার পথ ২১ আমার আর পাশ ফেরা হয় না ২৩ মানুষের ডাহুকী ভাবনা ২৪ শালদা নদী ২৫ চলেছি দেশান্তর ২৬ স্মৃতির সবুজ জমি ২৭ সম্মিলিত ধ্বনিপুঞ্জ ২৮ আলপিন এবার মানুষ হয়ে যাবে ৩০ আমার মধ্যে এক তিলোত্তমা ৩১ এক মহিলার নকটার্ণ ৩২ যে ধ্বনি চৈত্রে শিমুলে ৩৩ আত্মপ্রতিকৃতি, স্থিরজীবন ও নিসর্গ ৩৪ নীল কালির অভিযান ৩৬ আপন অন্তরালে ৩৭ কবির আত্মা ৪০ গৃহদাহ ৪১ বন্দী-নিবাস ৪৩ সমুদ্রের স্বাদ ৪৪ প্রণয় বিলাসিনী ৪৫ অবিরল সূর্য জল আর কবিতার ৪৬ এখনো যারা বেঁচে আছি ৪৭ নির্জন কারাবাস ৪৮ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ৪৯ নিজের বিষয়ে দু'চার কথা ৫০ যুদ্ধের পতাকা নিরন্তর ৫২ পাতা ঝরার উৎসব ৫৪ নিজস্ব ফাঁদ ৫৫ নাক্ষত্র খামারে ৬৬ পরাজিত শত্রুর মুখোমুখি ৫৭ নক্ষত্র তৃষ্ণা ৫৮ তরুণ কবি ৫৯ হাওড়া ব্রীজের ঠাট ও কারুকৃতি ৬০ কোন স্বপ্নের দুঃস্বপ্নে ৬১ তিনি কি ৬২

জননী,
জন্মভূমি
স্বর্গাদপি
গরিয়সী

প্রথম বৃষ্টির আঘাত

ঘরময় ঘোরে আরসোলা, দিগ্বলয়ে সূর্য ডুবুডুবু,
সখের প্রাণ গড়ের মাঠ হৃদয়ে কৃকলাস ;
পরকীয়া কেচ্ছার খই ফোটে তিন যুবকের মুখে—
কবেকার ন্যাতানো কাঠে অনর্গল ধোঁয়া।

অপরাহ্ণের আরসোলাময় স্মৃতির অন্তর্দাহ
গভীর রাতের শয্যা খুঁড়ে তোলে তীব্র জীবাণুনাশক
তমোনাশী বিলোল জিহ্বায় ঝরে ফোঁটা ফোঁটা আঠা
শটিত গাত্রাবরণ খসে উড়ে যায় ফাঁপা ফোলা
মেঘে মেঘে, ঝরে অবিরল প্রেম ও অপ্রেম
যার মাঝে করাতের কঠিন বাঁকা দাঁতের কামড়
বসে যায় আগ্রাসী সৎ-কামনার চিহ্নের মতো
—লাল মাটির ওপর প্রথম বৃষ্টির আঘাত।

ডুবে আছি কেতকী কুসুমে

ডুবে আছি কেতকী কুসুমে চেয়ে দেখ কি রকম উতরোল
হাওয়া আর ঢেউয়ে ফেনিল, রুপালি রণরোল
নিঃশেষে মুছে দিয়ে নীল নীলিমা সাধ
সৌর চলচ্ছবি যেন অবাধ, অগাধ ;

জ্যোতির্ময় বলয় জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছি
কৃতদার পাতার হলুদে ; পাতা ঝরে যায়—
পাতা ঝরে যায় বৃন্ত থেকে, মৃত মাছি
যেন টুপটাপ, অচ্ছোদ সরসী নীরে ভাসে ভেলা, হায় যুগল সহায়!

ডুবে আছি কেতকী কুসুম
বিস্মরণে ব্যাপ্ত নিদারুণ জাগরণ ও ঘুমে।

আত্মহত্যার বিবেচনা

'স্বচ্ছ বারি, শীতল জল—নিচে নক্ষত্র নাচিতেছে...'
একটি স্থির আনন ভেঙে হাজার লহরী ভেসে যায়
কম্পমান জলের শিহরে
একটি লহরী ভেঙে হাজার আননের অস্ফুট গুঞ্জন
ছোট ছোট তরঙ্গশীর্ষে নাচে অসংখ্য হীরের স্ফটিক কুচি,
মাছের রূপালি আঁশ, জলের গভীরে নিবিড় বুদ্‌বুদ।
একটি কথার শরীর ফেটে দিগ্বিদিকে শব্দের দাবানল
একটি ফলের খণ্ডিত পেশীতে গাঁথা আমূল ছুরির ডগা
একটি নক্ষত্র ঘিরে হাজার কণ্ঠের বিদীর্ণ কোরাস
একটি মানুষের হৃদয় জুড়ে জ্বলন্ত একটি তমাল কালো গাছ
অনন্ত অঙ্গারে উড়ন্ত শিমুলের তুমুল রক্তোচ্ছাস
একটি শিখার শিখরে মুহ্যমান একটি
শারীরী প্রতিমা—
আজ রণরক্ত দ্রাঘিমায় হানছে চমক
অনবরত, স্বচ্ছ বারি, শীতল জল ... .

নিলাম শেষে

লাল ডিভানে শায়িতা নারীর নগ্নতা
উঠেছে নিলামে—কিছু ভাঙাচোরা
মানুষের ঝাপসা মুখের প্রতিচ্ছবি
সরবে হাঁকছে চড়া দরদাম,
ধাঁধিয়ে যাচ্ছে ওদের মুখঢাকা
টুপির কানাত।
ঘন নীল ধূম্রজালে ভাসছে অনর্গল
ঝুলন্ত কথার ফানুস, দোদুল্যমান
বায়বীয় গোলক—
গুবরে পোকার ঝাঁক যেন
কিছু মানুষের অস্ফুট গুঞ্জন,
সরু শাদা বৃষ্টির ছাঁটের মতো
প্রমত্ত উল্লাস
ছিটকে পড়ছে এদিক-ওদিক অনিশ্চিত।

স্বচ্ছ পানপাত্রে জমছে গাঢ় স্বেদ, বুদ্বুদময়
সোনালি ফেনায় ডুবে যাচ্ছে সিঁড়ির তারতম্য,
কিছু মানুষেব ঝাপসা মলিন অবয়ব,
লাল ডিভানে শায়িতা নারীর নগ্নতা,
কালো বেড়ালের নিঃশব্দ আনাগোনা,
কিছু রক্তিম মানুষের ঝাপসা মুখ, লাল নারী,
আলোর রামধনু, টিকটিকি ও সোনালি সময়,
ঘুরছে চাকা অনির্দিষ্ট—অন্তরালে বিপথগামী
নিলামের হাঁকডাক, দরের বিপাক,
ছোরার আস্ফালন ;
অদৃশ্য লাল নারী—নিলাম শেষে
এককোণে পড়ে আছে শূন্য, মাতাল ডিভান।

পশম উৎসবের আমন্ত্রণলিপি

পশমে ভরে যাচ্ছে চারপাশ, হাওয়ায় হাওয়ায়
বাজছে পশমের রণদামামা, পশম তুমি কোথায়
পশমের নামে ঝরে যাচ্ছে অজস্র বাদামপাতা
শান বাঁধা পথের ওপর টুপটাপ শব্দের মঞ্জরী।
শীতার্ত এই রাতে পশম তুমি আমাকে তোমার
নাগালে রেখো ; ওই তো দূরে কোথাও শুনতে পাচ্ছি
ক্রমাগত এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে হাঁসেরা—
বাবুদের বাগানের ঝিলে, আমি বাইরে বেরুতে
পারছি না কতদিন—আমাকে তুমি নিয়ে চলো পশম,
আমার এক পাটি চটি হারিয়ে গেছে কোথায় যেন
আমি খুঁজেছি তাকে আঁতিপাঁতি সারারাতভর
শিশির জড়ানো তৃণদলে, নালি ঘাসের সবুজ অরণ্যে
কুড়িয়ে পেয়েছি টিকিটবিহীন শাদা খাম
রাতদুপুরে তাই ছুটে গেছি বুড়ো দর্জির তাঁতকলে
অনেক যত্নে রঙিন সুতোয় নক্সা বুনে লিখে দিলো
পশমের ঠিকানা, পশম অন্ত প্রাণে আমি শুনেছি
হাওয়ায় হাওয়ায় বাজছে পশমের রণদামামা—
গ্রামোফোনের গানের আড়ালে পশম তুমি কোথায়?

বাবুদের বাগানে আজ শুধু পশমের গান
রঙিন পাতলা কাগজের হ্যান্ডবিল উড়ছে খালি
ঝরে পড়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে নড়াচড়া করছে ফর্ফর
পশম আসছে আমাদের পশম উৎসবে আজ।

ক্রমশ তুর্কী তোয়ালের দিকে

আমাদের দৈনন্দিন অভ্যেসের কতকগুলি আড়াল প্রয়োজন ঃ
শুধু চোখের আড়াল মনের আড়াল নয়,
পর্দা কিম্বা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালও নয়,
কসমেটিক কিম্বা ঘর-দরোজার আড়াল নয়—
যে আড়ালে আমরা খুঁজি নিরবচ্ছিন্ন শ্রুতির স্পর্শকাতরতা,
কোন নারীর নিবিড় নগ্নতা, সান্নিধ্য, সম্মতি ও নুন
খুঁজি যৌথ এবং সমবেত উষ্ণ প্রস্রবণ, সংগীত কল্লোল,
ফুলের পরাগের মধ্যে যেমন মিশে থাকে
আমাদের কতকগুলি বেড়ে ওঠার
তাৎপর্যময় ক্রমিক পরম্পরা,
বেড়ে ওঠার প্রয়োজন ও প্রযোজনহীনতা,
যেন বয়স, নখ চুলের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা
দাহ্যবস্তুব মতো জনসংখ্যাব তুমুল বিস্ফোরণ
ক্রমশ আমাদেব নিয়ে যায় তুর্কী তোয়ালেব প্রতি।

আড়াল-আবডাল খোঁজা আমাদের দিকে
তুর্কী তোযালেব সম্প্রসারণশীল অতর্কিত আক্রমণ,
আমাদেব গণ-অভিযান, আমাদেব নৈশ ভ্রমণের ওপব
পুঞ্জ পুঞ্জ বঙিন উচ্ছ্বাস ছুঁড়ে দেয়া—
আড়ালে-আবডালে ক্রমশ আমাদের বেড়ে ওঠার ওপর
উদ্যত অই তুর্কী তোয়ালের গ্রন্থিল বয়ন,
অই তুর্কী তোয়ালের প্রবহমানতা ও শোষণগুণমান্যতা
ক্রমশ আমাদেব নিয়ে যায় তুর্কী তোয়ালেব দিকে।

গোয়েন্দার ভূমিকায় শাদা চাদর

দু'জন মানুষ যেন ঘোর লাগা লাটিমের মতো কেমন চটুল
কোনদিকে না তাকিয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে বহুদূর চলে যেতে চায়
হয়তো বা ওরা প্রেম ভালোবাসাবাসির আশু প্রয়োজন বুঝেছে আজ
তাই খুঁজছে গূঢ় নিভৃতি কোন কিংবা দুই বিপুল নির্ম্মুঠের
সজীব নির্জনতা।

ওদের একজনের পরনে ছিলো গাঢ় লাল উলের কার্ডিগান
আরেকজনের গায়ে ছিলো ঘি-রঙা পশমি শাল কিংবা আঁলোয়ান
বড় সুখী সময়ের ভেলায় ভেসে যেন দু'টি হরিণ মেতেছে
হারিয়ে যাওয়ার কস্তুরি নেশায়...
শীতের রুক্ষ্ম বনানী ও গাছগাছালির পাশাপাশি
ফসলের সবুজ তরঙ্গ ভেঙে শীতের উজ্জ্বল পোশাক পরা
একজোড়া অমলিন হাঁস।

কিছুই না ভেবে জাস্ট এমনি-এমনি আমি ওদের পিছু নিয়েছিলাম।
আপাদমস্তক শাদা চাদর মুড়ে চোখজোড়ায় সদা সতর্কতার সন্ধানী
সার্চলাইট জেবলে আমি ওদের অনুসরণ করছিলাম।

একই সমান্তরাল রেখায় হাঁটছিলুম বলেই হয়তো
আমাদের মধ্যেকার দূরত্ব কখনো বা বেড়েই চলেছিলো
বাঁক ফিরতে গিয়ে আবার কখনো যেন চলে আসছিলাম কাছাকাছি
যেন ঐ কার্ডিগান আলোয়ান ও চাদরের মধ্যে
সাইকেলের এলোমেলো, ক্রিং ক্রিং সতর্কতার মর্মর ধ্বনি
ও ভ্রূ শাসনে
চলছিলো একতরফা এক অসম প্রতিযোগিতা।

এ পথ ও পথ ঘুরে প্রথমে ওরা গেলো ইস্টিমার ঘাটার দিকে
হয়তো ওরা ইস্টিমার ধবে চলে যাবে স্বরূপকাঠি কিংবা বরিশাল
কিংবা তারপাশা, চরফ্যাশন, সুন্দরবন অথবা চিলমারি বন্দর—
রূপসার জলে উঠলো রূপালি আবর্ত, বাতাসের বুক চিরে
বেজে উঠলো জাহাজের ভোঁ
কার্ডিগান ও আলোয়ান উঠলো না জাহাজে
—জাহাজ ছেড়ে চলে গেলো।

এবার ওরা রেল ইস্টিশনের পথ ধরলো
ওদের পিছু পিছু শাদা চাদরও যথারীতি প্ল্যাটফর্মে
হাজির হলো
ইস্টিশনের লালচে ইটে পড়ন্ত রোদ আর হাহাকার
কত লোকজন উঠলো নামলো, কেউবা নাক ঝাড়লো,
কাশলো কেউ কেউ
অকারণে দুটি কুকুর অলৌকিক ছুটোছুটি করছিলো এ প্রান্ত
ও প্রান্ত.
কার্ডিগান ও আলোয়ান বুঝি ট্রেন চেপে চলে যাবে
—হুশ করে ট্রেন ছেড়ে চলে গেলো।

লুপ লাইনে একটা গুডস ট্রেন শান্টিং করতে করতে
কঁকিয়ে বিষম খেলো যেন
ওরা ওদিকে উঠে যাচ্ছে ওভারব্রীজের ওপর
যেন স্বর্গের সিঁড়ি খুলে গেছে ওদের সুমুখে
আরে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো কেন ওখানে,
হয়তো বুঝতে পারছে না কোন্ স্বর্গে যাবো?
এদিকে আমরা খুব কাছাকাছি এসে গেছি তখন
দু'টি উজ্জ্বল লাল ও হলুদ পাখি
উড়ে গেলো বসন্ত গালিচার ওপর দিয়ে
আর শাদা চাদরও দেখাদেখি
উড়াল দিলো ওদের পিছু পিছু।

হরিৎ আক্রমণ

আদিগন্ত শস্যের ভাঁড়ার ছুঁয়ে আসা হরিৎ হাওয়ার পাল
আচমকা দারুণ ক্ষিপ্র ঝাপটা মারে আমাদের চোখেমুখে,
এই মাটি উর্বর—নবঘন বর্ষণে রত্ন প্রসবিনী,
গরবিনী তার এলানো কুন্তলে হানে কজ্জল,
কূলপ্লাবনী হরিৎ সম্ভার হানে বিদ্যুৎ চমক,
বসুন্ধরা খুলে ধরে ঝিনুকের মতো তার আদিম জঠর।

সারা দিনমান হরিৎ পত্রালীতে লাল-কালো পিঁপড়েদের
সূর্যকিরণ খুঁটে খুঁটে হরিৎ অন্বেষণ –
কিম্বা রৌদ্রতাপে পক্ব ফলের গাত্রত্বকে
পাখিদের অবিশ্রাম ঠোকরা-ঠুকরি,
চঞ্চুনখরের রক্তিম আঘাত।

এদিকে রৌদ্র ওদিকে ছায়ার কায়াহীন মায়াবী তৎপরতা
সেগুনের জঙ্গলের ঢালু পথে ছুঁয়ে দেয়
টুকরো-টুকরো ছায়ার অতল গহ্বর ;
সুদূর বিস্তৃত হরিৎ তরঙ্গভঙ্গ থেকে জেগে ওঠা
হরিৎ সরীসৃপ এক, বিশাল দুই থাবা মেলে যেন
বিহ্বল সন্ত্রাসে চেটে দেয় লাল ঠাণ্ডা জিভ......

আমরা ঘরমুখো ফিরে আসি হরিৎ ঢেউয়ের পথ ধরে
বলাবলি করি, এই সব গল্প বুনেছে তারা,
এই সব গল্প উপাখ্যান পৃথিবীর গোপন নিরিখ
আমাদের ধারাবাহিক ভুল স্বপ্নে ভিৎ গাড়ে
আমাদের মুখোমুখি
ঘন কুয়াশার সরের মতো আহা আমাদের হৃদয়ের নিমগ্ন ভূমিকায়
আবছা ধূসর কোন ম্লান রাত থেকে ম্লানতর রাতে
আমদের মশারীর জাল-শরীর আলোড়িত করে, পাড় ভেঙেগ
যখন অশান্ত সূর্যাস্ত ভাঙেগ কুমারী অরণ্যের কুহক
আমাদের সমবেত ঐকতানে উপচে ওঠে সোনালি ফেনার নীরবতা।

সোনালি গুচ্ছের ড্যাফোডিল

আমি কখনো ড্যাফোডিল দেখিনি—
ভাদুরে রোদের মতন বিভ্রম জাগানো সোনালি ড্যাফোডিল,
সোনালি জরির চমকে আদুরে দাদুরীর প্রতিধ্বনিময়
ঐকতান স্রোতে ভাসমান সোনালি গুচ্ছের ড্যাফোডিল
কিংবা হিমমজ্জিত অধিত্যকার গোয়ালিনী
মাথায় দুধের কলস নিয়ে কেমন
দুধ হেঁকে যায়, দুধ—আহা তবু ড্যাফোডিল!
নীল নভোচারী পাখি যারে দ্যাখে—
সোনার দাড়িম্ব ভ্রমে ঠোকরায় সারা দিনমান,
কোন কুঞ্জে ফুটেছে সে ড্যাফোডিল—ভিনদেশী ফুল?

কত যোজন পথ অতিক্রম করে কড়া নাড়ে হাওয়া,
হুহু হাওয়ার করাঘাত বসন্তের প্রজ্জ্বলন্ত শাখায় শাখায়,
স্বর্ণকান্তি হলুদ ফুলের রেণু ঝরে শিকড়-বাকড়ে,
ফুল নয়, গোধূমের খেত ধরে গোয়ালিনী চলেছে কোথায়
হলুদ শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি ঐ হলুদ-কুসুম দুধের ধারা
টৈ-টম্বুর দুধের কলস উথলি কেমন দুধ ঝরে,
তবুও দুধের ড্যাফোডিল, আহা ড্যাফোডিল তনু!
দুধ ঝরে যায় ফুলের মতন, রোদ ঝরে যায় দুধের মতন,
দুধ শৈবালে ঢেকে যায় হেলঞ্চা কলমির বন,
ড্যাফোডিল গুচ্ছে বিভোর ভ্রমরের বসন্ত গানে
দুধ-সরোবরে গলে গলে কেলিরত হেলে সাপ ঝরে
উন্মুখ সোনালি দুধের ধারায়, তবু দুধবতী গোয়ালিনী
প্রতিধ্বনিময় পথ ও পাথরে একাকিনী,
গোধূলির অলস অঙ্গে সোনার কলস কাঁখে চলেছে,
হায় সোনালি গুচ্ছের ড্যাফোডিল, ভিনদেশী ফুল
—আমি কখনো ড্যাফোডিল দেখিনি।

অনশনের দীর্ঘদিন

স্যাঁতসেঁতে, পচা, অন্ধ এই শীতার্ত ডিসেম্বর দিনান্তে
সারাদিন সূর্যের পিছু-পিছু ঠাণ্ডা লাল পথে ঘুরে ঘুরে
ভারবাহী পশুদের দীর্ঘ যাত্রা শেষ হলে, তারা
ধূসর চন্দ্রোদয়ের শীতল আড়াল থেকে বিষণ্ন গলায়
ডেকে ওঠে উটের দল—ন্যুব্জ দেহ শান্ত কলেবর,
মৃদু বিষাদ ভরা কণ্ঠ ওদের ভাঙা ও সুদূর।

চেনা গানের কলির মতো বৃষ্টি নামে সরু শাদা জলধারা
থমকে দাঁড়ায় বসন্তকাল ঘাসের বনে অলক্ষ্যে
রক্ত-রাঙা পায়ের ছাপ যায় ধুয়ে মুছে—
নিরুত্তরে গভীর কালো বৃষ্টি ঝরে বৃষ্টি শুধু
--অশ্বতর শকটের চাকা গড়ায় নরম মাটিতে।

বিগম রাগী ষাঁড়ের মতো ফুঁসে ওঠে আকাশ,
আকাশ ভেঙে বজ্র মানিক, কঠিন বিপর্যয় :

'আমাব হৃদয়ও তেমনই অন্ধকার, ভাসমান --
পাশাপাশি শুয়ে থাকবো হিমের দুর্যোগে,
যেমন তোমার আত্মা শায়িত এই নির্জন কবরে'
বলেছে সে, ম্লান চন্দ্রমার লতাতন্তুজালে ঘেরা
ঘনকৃষ্ণ প্রস্তব ফলক, বিচূর্ণ থাম, স্তম্ভ
ইতস্তত লৌহখণ্ড তার সম্পন্ন বাগান চোখে রেখে

বৃষ্টিধারা, তামাক, রুটি, মদ ও প্রাচীন মনস্তাপ।
ভাসিয়ে নিলো কোন চরাচর, বিশ্ব-নিখিল!
রাত্রি গভীর হলে শুনি কাদের মৃদু স্বর
'উষ্ণতা কি চাও, রাতের আশ্রয়?'

দূরগামী সমুদ্রের উপকূলে নিদ্রিত বাতিঘর
দেখে সম্বৎসর নৌ-যানে বাণিজ্য চলে অহর্নিশ,
'তোমার নাম ?' শুধোয় তারা অতঃপর
প্রাচীন কাঠে ঘুন ধরেছে, অনিশ্চিত পরম্পরা
—পূর্বাপর আমার আত্মা এবং আনন্দ
সর্বনাশা দৈবরথে ক্ষত এবং বিচ্যুত।

বাড়ি ফেরার পথ

দ্যাখো, দ্যাখো ওই ফুটপাতে পড়ে আছে সে—
ছিন্ন-ভিন্ন মলিন জামা আর ছেঁড়া-খোঁড়া নোংরা পাৎলুনে,
এক ফালি হাসির মতো লেগে আছে ঠোঁটে
গত রাতের মন্দভাগ্য ;
একদিন ছিলো তার ভবিষ্যৎ প্রেমে স্বপ্নে
সুবর্ণমুদ্রায় অফুরন্ত
যা সে নির্বিচারে ফুঁকে দিয়েছে বেপরোযা ও উদ্দাম।

কোন ভালো কিংবা মন্দের জন্য তার প্রয়াস ছিলো নিরন্তর
বেরিয়েছিলো এক উৎসের সন্ধানে,
যা সে খুঁজে পায়নি কখনো
গন্ধক ও খনিজ শিলাব স্তর
গলিত রূপো, রত্ন, পাথর যে-কোন।

'বিশ্বাস', 'সত্য' এসব পাপ না আশীর্বাদ জানতো না সে
অথবা কোনটা ভালো—
স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা
না জাহান্নামে যাওয়া
শুধুই সে দেখেছিলো পথে অনেক অনেক কঙ্করাবৃত খাদ
ও নরকঙ্কাল, হাড়ের পাহাড়ে লোল বাজনার ঐক্যতান।

সে ছিলো কবি, প্রকৃত ঈশ্বর প্রেরিত, প্রেমিক
তীর্থযাত্রী, পরিব্রাজক, হয়তো বা প্রচারক
—এবং বন্ধু ও স্বজনদের কাছে এক ভয়ানক জীবন্ত সমস্যা
(এবং তখনই ওরা সমবেতভাবে ওকে ছুঁড়ে মেরেছিলো
পাথরখণ্ড,
পরিয়েছিলো রাশি রাশি থুতুর মালা?)
চলন্ত পরস্পরাবিরোধী দুই বিপরীতের সমাহার

যার খানিকটা আসল, খানিকটা পরকলা
খানিকটা নকল, খানিকটা বাস্তব—
তার বাড়ি ফেরার পথ ছিলো অনেক দীর্ঘ আর একলা
এবং ছিলো সম্পূর্ণ ভুল নির্দেশে ভরপুর।

সে চেখেছে ভাল-মন্দ তোমাদের শোবার খাটে,
তোমাদের শুঁড়িখানায়-
আজকের জন্য সে বেচে দিয়েছিলো আগামীকালকে
এইসব স্খলন-পতন থেকে পালাতে গিয়ে, প্রভু
হাত বাড়িয়েছিলো সে নক্ষত্রে (নক্ষত্রদল তখন হিম, মৃত)
আর তখনই সে হলো বিপথগামী ও বাস্তুচ্যুত ;
এবং একে-একে পথেই হারালো তার অবলম্বন
ভালবাসার যা কিছু ছিলো অবশিষ্ট।

অনেক অনেক ভুল তথ্য ও নির্দেশে ছিলো কণ্টকিত
অনেক দীর্ঘ আর একা তার বাড়ি ফেরার পথ।

আমার আর পাশ ফেরা হয় না

মাঝরাতে আমার আর পাশ ফেরা হয় না
কুঁকড়ে ওঠে সমস্ত শরীর, একলা আমি
জেগে উঠি, দীর্ঘ রাতের রোদন শুনি—
ঘোর কেটে যায়, চোখের সামনে
নেচে ওঠে বন্য ধুঁদুল ও কণ্টিকারী ঝোপ
আমার সজল তেষ্টা কেমন সুগভীর!

দুঃস্বপ্ন নয়, আমার নিজের ভঙ্গুরতায়
আমি ভাঙতে থাকি, ভাঙতে থাকি
– সঙ্গী-সাথী কেউ কি আছো চার দুয়ারে?
দুয়ার নয়, দুয়ারে আঁটা খিল ;
উড়ে গেছে বনের পাখি শূন্য পিঞ্জিরা,
বসত নয়, বসত কোথায় উদোম মাঠ,
পড়ে আছি এই তো আমি, একলা আমি—
আমার আর পাশ ফেরা হয় না।

মানুষের ডাহুকী ভাবনা

মানুষ তো ডাহুক নয় অথচ ডাহুকের বেদনার
ভিতরে মানুষ ডুবে যেতে পারে, ডুব দ্যায়
চিরকাল—এইভাবে মানুষের ডাহুকী ভাবনা
মূত্ররসে যেমন ভেসে যায় মানুষের
স্বভাবের নির্বিবেকী তাবৎ লোনা ও অম্লতা
তেমনি মানুষ ঢেলে দিতে পারে
ঐ ডাহুকী ভাবনার ভেতর মানুষের
যত বেদনা, বিষ—তিক্ত সারাৎসার,
ডাহুক ও মানুষ যদিও পরস্পর বেদনার
এপিঠ ওপিঠ, কিছুটা মানুষের কিছুটা ডাহুকের
তবু মানুষ তো কখনো ডাহুক নয়
অথচ ডাহুক তার বেদনার সীমা-স্বর্গের কতদূর,
কতদূর— একজন মানুষকে নিয়ে যেতে পারে।

শালদা নদী

গভীর রাতের ঘুম চিরে কালো কড়কড় শব্দে
নেচে ওঠে অর্ধস্ফুট চৈতন্যের প্রচ্ছন্ন অতলে
মেঘের থির-বিজুরি—
সুমুখে দেখি খুলে যায় সটান
আঁকাবাঁকা স্মৃতিঘেরা অচেনা স্বর্গসোপান
অলীক শালদা নদী ঘুঙুর পায়ে নীল ময়ূরী
না কি পাথুরে বালির দেশে অতর্কিত
ফনীমনসার ফুল?

বাঁকাচোরা খরস্রোতা হাওয়ার ঘূর্ণী
সঞ্চারে তীব্র নিখাদ
থেকে থেকে বহে দমকা ঝড়ের প্রবল জোয়ার
চন্দ্রাতুর শালদা নদী তখন কী গভীর, কী বিপুল
সাধে মরমিয়া গান, মর্মের অধিক ব্যাপ্তি তার—
কাঁখালে জড়ানো পাছাপেড়ে রণরঙ্গিনী
বর্ণিকাভঙ্গে
মৎস্যগন্ধা অভিসারে যেন অনন্ত বাসুকি
ধীরে বহে খলখল বালুময় রজত তরঙ্গরাশি।

পেরিয়ে মধ্যরাত দূরগামী স্বপ্নের ভৈরব নিনাদ
উঁকিঝুঁকি মারা ভরা চৈত্রের টালমাটাল শিমুল
বহে যায় ঝুপঝুপ পাড়-ভাঙ্গা দুরন্ত হিল্লোলে
সরব গতির স্পন্দন আলোড়িত সুদূর
শালদা নদীর গান।

চলেছি দেশান্তর

আমার সমস্তটাই কেবল পাখির মতন ঠুকরে দেখা
ইষ্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম রাতবিরেতে ওলটপালট চড়ুইভাতি ;
কিচিরমিচির শব্দশূলে এলোমেলো ঝাপটা মেরে—আবার
উধাও নিরুদ্দেশে, মেঘের মতো হাওয়ার ডানায় লাফিয়ে পড়া।

মেঘের কোলে যেমন ক্ষণিক শোভায় রোদের ঝিলিক
মনোলোভা—এদিক ওদিক চিরিক-মিরিক নয়ন হরণ,
তেমনি আমি চলতে চলতে হঠাৎ থামি, রোদের ভ্রূকুটি!
—আবার মেঘলা মলিন বেলাশেষে উল্টো চরণ।

অস্তাচলে পথিক রবি, থমকে দাঁড়াই এক মুহূর্ত
ঘরের পানে ফিরে দেখি শুধু বরফ গলা সোনার পাত
দিগন্তলীন মেঘে মেঘে খুনখারাপি, ঘোড়ার ক্ষুরে বালির ঝড়
—এই সায়াহ্নে ফের দিকবদলের পালা, চলেছি দেশান্তর।

স্মৃতির সবুজ জমি

সে ছিলো শুয়ে স্মৃতির সবুজ জমিতে ঘাসের কিংখাব শয্যায়
মধুর, অলস, সোনালি দিনের অজস্রতায় নিমজ্জিত শস্যখেত,
কবি কিংবা ভাঁড়—রাজহাঁসময় কবিতার কমলবনে
স্মৃতির ঢেউয়ে বুনছিলো নিরন্তর ঠান্ডা-নক্ষত্রজাল!

গোপন কনকমুকুরে উদ্ভাসিত শ্যাওলার কর্দমাক্ত ধূসরতায়,
বিপন্ন সূর্যাস্তে কবেকার উপচানো স্মৃতির জাহাজডুবি
অনর্গল হলুদ-কুসুম-বিপর্যয় ডেকে আনে মেঘে মেঘে প্রতিদিন
এই অবেলায়, কে ডাকে হায় অচেনা খুনী হাঙর।

পৃথিবীর কিছু নীল সময়, প্রস্ফুটিত নারী ও কুসুমে ব্যাপৃত
বসন্ত-নিসর্গ, পুষ্পভারে প্রসারিত একটি বৃক্ষের রঙিন উদ্বেগ
তার সম্পন্ন বাগানের অন্তর্গত অস্থির মর্মরে মন্দাকিনী ধারায়
ভেসে যায় কুলকুলু তৃণদলে কিছু স্মৃতিভুক দলিত মথ-প্রজাপতি।

অন্ধকার কৃষ্ণসাগর, আদিগন্ত নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রের অশান্ত তোলপাড়
রাতজাগা অন্ধ ত্রাসে ডানা ঝাপটায় রক্তচোষা ভাষার বাদুড় ;
সে ছিলো শুয়ে স্মৃতির সবুজ জমিতে ঘাসের কিংখাব শয্যায়
শস্যখেত, কবি কিংবা ভাঁড়—কোন্ রক্তিম রেশম আকাঙ্ক্ষায়।

সম্মিলিত ধ্বনিপুঞ্জ

চিরহরিৎ বন পেরিয়ে কঠিন ঠাণ্ডা তুন্দ্রা রাতের শেষে,
হিমবান পাহাড়ের চূড়া থেকে নিষধ অবধি আদিগন্ত—
ভোরের আকাশের গায়ে অশান্ত লালিমার আঁচড় কাটা
নকশাজালের বুনুনিতে,
তরুণ কিশোর কান্তিমান সূর্যের ঐন্দ্রজালিক উত্থান-অভ্যুদয়,
কেশর ফোলানো ঘোড়াদের ক্ষুরে অস্থির চঞ্চল হ্রেষা ধ্বনি,
নিয়ে গেলো তাকে হিমনীল চন্দ্রমা ও কুয়াশার শরীর ছেনে
যেখানে মুষলধারে নামে নক্ষত্রের রুপালি আলোর বর্ষণ
সরলবর্গীয় অরণ্যে সমতলে শস্যের ক্ষেতে অবিরাম
ঝরে শিশিরের জল।

অনেক সবুজ গন্ধ উড়ে যায় সেখানে বিস্তীর্ণ মাঠের ঐ দিকে
হরিদ্রাভ সাপের ডোরাকাটা খোলস ঝোলে ভিজেঠাণ্ডা ঘাসে-ডালে,
জানো না কি অভিরাম সেন মারা গেছেন অপঘাতে?
করতলে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলো তাঁর, নীলরঙা ফতুয়ায়
চেনবাঁধা ট্যাকঘড়ি,
চকচকে কিছু রুপোর মোহর আর কৌটো ভর্তি নস্যি ছিলো পকেটে,
বাজুবন্ধে অষ্টধাতুর কবচ, অনামিকায় দু'ভরি গাঢ় প্রবাল,
জাঙিয়া বা গেঞ্জি তিনি পরতেন না কস্মিনকালে
উপত্যকায় মনোরম গ্রীষ্মদিনের ওপর পড়েছিলেন
মুখ থুবড়ে।

সেদিন ছিলো শনিবারের বারবেলা, সূর্য তখন পাটে।
অদূরে সংকীর্ণ কাঠের সাঁকো বেয়ে ঝোলা কাঁধে লাঠি হাতে
চলছিলেন গৈরিকবেশে মুণ্ডিত মস্তক জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু
অপরাহ্ণের নির্জন কার্পাস বনের দিকে রৌদ্র ছিলো হেলে
অনুরাগী বনমোরগের জোড়া রাগমোচন শেষে
অবগাহন করছিলো
সোনাগলা তরল টলটলে রোদদুরের আঁচে।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি
শীর্ণরেখা নদীর জল ভীষণ লাল তামা—দিগ্‌বধূ চোখ
অশ্রু টলমল তটরেখা, জগদ্ধাত্রী সিংহ বাহন,
ঐ দেখা যায় অর্ণবপোত, ঐ দেখা যায় ঐরাবত।

আলপিন এবার মানুষ হয়ে যাবে

চারপাশে ক্রমাগত সব কিছুই বেড়ে চলেছে দ্রুততালে
জন্মহার থেকে কিলবিল পোকা-মাকড়ের ঝাড়বংশ,
এর মধ্যে শুধু মানুষই কেবল ছোট হয়ে আসছে
দিনের পর দিন,
দিন যাপনের গ্লানি গুনতে গুনতে কড়া পড়ছে আঙুলে।
এই তো বিপদসীমা অতিক্রম করে বাড়ছে কূলপ্লাবী
বন্যার পানি,
জিনিস-পত্রের দরদাম আকাশ ছোঁয়া, দেশজুড়ে দারুণ আকাল,
গনগনে আগুনের ছেঁকা লেগে পুড়ে যাচ্ছে সর্বাংগ
শিরে সংক্রান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার
বাজে পোড়া অর্ধদগ্ধ সারি সারি তালগাছ যেন—
আর অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখছে এই অবেলায়
অবিবেকী ঐরাবতযূথ কেমন পাশব মদমত্ততায়
স্পর্শকাতর শুঁড় দিয়ে গ্রাস করছে বিশ্বচরাচর,
সামান্য বেঁচে থাকার অধিকার এই নিয়ে ছিলো যারা
তাদের তীব্র হাহাকার থেকে আজ ঝাঁক ঝাঁক আলপিন
হু হু করে ছুটে আসছে তোমাদের দিকে হে ঐরাবত,
সমস্ত আলপিন এবার মানুষ হয়ে যাবে
আলপিনের আকার ও আকৃতি নিয়ে প্রতিটি মানুষ
এবার সোজাসুজি বিঁধে যেতে থাকবে তোমাদের নির্লজ্জ
চর্মচক্ষে।

আমার মধ্যে এক তিলোত্তমা

তোমার যে প্রতিমা গড়তে চাই
তার মহিমা ও মমতার নিষ্পলক দৃষ্টি
ফোটাতে পারি না আমি কিছুতেই,
আমার হাতের আঙুল এমনই শিথিল।

নদীর উৎসে বেপথু সুরের মতো সঞ্চারী
চন্দ্রকোষের গভীর মীড়ে বিস্তারিত—

আমার মধ্যে এক পাষাণ তিলোত্তমা
তিলে তিলে রক্ত নিংড়ে পাথর প্রতিমা।

তার আদলে গড়তে গিয়েই যত বিপত্তি
—দেখছি কেবল পাথর ভাঙাই সার,
শুকিয়ে গেছে জলধারা শুধুই ধূ ধূ বালির সীমানা
আমার আর গড়া হয় না সাধের প্রতিমা।

এক মহিলার নকটার্ন

দীর্ঘরাত্রির শেষ যামে গভীর সুষুপ্তি মগ্ন
ভাসমান তার শ্রান্ত শ্রাবণ শরীর,
দ্বিধাবিভক্তির খণ্ড-বিখণ্ডিত টানে
স্বপ্ন দেখছে প্রারম্ভিক বসন্তের স্বপ্ন ঃ

প্রখর রৌদ্রালোকে উড়ছে আতুর লবণ,
ও উজ্জ্বল রঙিন বেলুনের ঝাঁক
পরম সোহাগে আদরে জড়ানো বিনুনির মতো
সোনালি সুতোর মোহন ফাঁস ;
নগ্নতাকে আগলে ঢেকে ফুলিয়ে তোলে স্তন
হেঁটে যায় বর্তুল স্ফীতি দুলিয়ে রক্তাক্ত কিংখাব ;
হাতের আলতো আঙুলে খসায়
ঊরুর মোহনায় পুঞ্জিত লালচে চুলের জট।

কিন্তু কত ক্ষণজীবি ঐ বেলুনেরা
নারীর স্বপ্ন বিলাস—
নিমেষেই উধাও অনন্তের শূন্যগর্ভ জলস্তম্ভ।

থেকে যায় শুধু স্বপ্ন, স্বপ্নের রেশ,
গোপনচারী অরণ্যের কিছু আদিম শিকড়-বাকড়
তার চেতনা-চেতনে জনেক বিদূষক।

যে ধ্বনি চৈত্রে, শিমুলে

দিন আসে দিন যায় দ্রুত
কোলাহল আর হাওয়ার রটনায়
গোধূলিতে গোলাপি মেঘের গুঁড়ো গুঁড়ো
ফোঁটায় সঞ্চিত সে শুধু সুন্দর ;

শিমুলের পাঁজর ফাটা বিষম লাল
এই বারুদগন্ধী ফেব্রুয়ারী কিম্বা চৈত্রে
ওড়ে ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, প্যাম্ফলেট, শ্লোগান..
ওড়ে এই বাংলার তুমুল গাঢ় সবুজ সমাচার
ভাষারিক্ত মৌন মিছিলে একাকার বুড়িগঙ্গা
দিন যায় দিন আসে ফের—

আমরা ভাগাভাগি করি সুন্দরকে
অন্ধকার বীজতলায় বোনা দুঃখকেও ;

মুক্তাজননী আকাশে ফোটা
স্বর্গের আলোর ডিম ভেঙে
আমরা তার সঙ্গে মিশিয়ে দিই
এই বাংলার শোণিত প্রবাহ।

আত্মপ্রতিকৃতি, স্থির জীবন ও নিসর্গ

কিছু উল্টো পাল্টা মানুষ, হাঁস-মুরগী
উদোম গতর চাষা-বউ, গবাদি পশু,
শস্যখামার, একটি শাদা দুধেল গোরু,
সবুজ চারা গাছের সারি, জোড়া মন্দির চূড়া,
পানাপুকুর, উড়ন্ত মাছ খাল-বিল নদী-নালা
নদীর দুই তীর, দিগন্ত জোড়া রঙিন মেঘের রুমাল,
ভাসমান প্রেমিক যুগল, একতারা হাতে চিরভ্রাম্যমাণ বাউল বৈরাগী
পাখির সংসারে জাল বোনা খড়কুটোর নীড়
মানুষের বসতবাড়ি, মেঠো পথে গোরুর গাড়ির মন্থর গমনাগমন
লতাপাতা ফুলের কেয়ারি আঁকা টিনের তোরঙ্গ হাতে নবীন দম্পতি
শেষ বেলাকার ঈষৎ নতমুখী অবসন্ন সূর্য—এই সব
নীল নিসর্গ ঘিরে ছিলো আমার পারিপার্শ্বিক,
আমার সুদূর বাল্যকাল ;
আমার সামনে ছিলো বাউণ্ডুলে পথের বাঁক যার ওপর সারা দিনমান
দীর্ঘ কুঁজো এক খেজুর গাছের আলম্ব ছায়া গড়াতো
আর যেন আমাকে চোখের ইশারায় ফিসফিস করে ডেকে বলতো
'কতদূর যেতে পারে একজন মানুষ ?'
তারপর বহুদিন নিরুদ্দেশ হাওয়ায়, হাওয়ায় ফেরারী আমি
অনেক স্বপ্ন ও নষ্ট স্মৃতির জটিল করিডরে হেঁটে হেঁটে
এখন কেবল একফালি সরু বারান্দায়
ঝুলন্ত খাঁচার মতন উদ্যানে বসে দেখছি
দেয়ালঘড়ির অবিরাম টিকটিক গতিশীলতা,
চারদিকে দমবন্ধ প্রাচীর ঘেরা তার মাঝে
নিরানন্দ, বিস্মৃত এক বিষণ্ণ কবি নতজানু শূন্য পাত্রের মুখোমুখি
—পাপ ও পুণ্যে উদাসীন
প্রেমিক প্রেমিকারা উঠে বসে আছে বিরাট উঁচু মিনারের ওপর
তীরবিহীন সময়ের নদী বহে যাচ্ছে প্রতিকূল হাওয়ায়
মানুষের ধড় থেকে মুণ্ডু যাচ্ছে উল্টে

আয়নার ভেতর জ্বলছে প্রচণ্ড মোমবাতি
অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে গেছে দরিদ্র পল্লী
গর্ভবতী নারীরা নিজেদের স্ফীত উদর অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে
'এখানে আছে মানুষের ছা।'
বেহালাবাদক শুনছে মোরগের ডাক,
একটি গোরুর মাথা থেকে বেরিয়েছে দু'টি মানুষের মুখ--
একটি নারী অপরটি নর।
ঘোড়াটা পড়ে গেছে গুলিবিদ্ধ, রাস্তার ওপর
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তরুণ কিশোর
চারিদিকে শরণার্থীর ভিড়, মানুষ দৌড়চ্ছে প্রাণপণ
কাঁধের ওপর বিরাট বোঝার ভার নিয়ে
চারপাশে অঝোর শোণিতাশ্রু ও নুড়ি-পাথর,
মানুষের প্রতি মানুষের বিবেক আজ
বড় বেশী জাগ্রত ও নির্মম.....

নীল কালির অভিমান

অনবরত তোমার দিকে দ্রুত ধাবমান
সাবলীল আমার এই নীল লেখনী
নীল ফোয়ারার মতন উপচে পড়া নীল
আমার এই লিখন ভংগীমা, নীল আঁচড়—
আমি বারবার তোমার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি
নীল কালির ঝাপটা
অনুকূল হাওয়ায় হাওয়ায়
নীল পাল তুলে নীল তরণী
অফুরান নীল সাগরের দিকে
প্রমত্ত নীল জলরাশি.........
উৎসে শুধুই ছলকে ওঠা নীল কালির
অপ্রতিরোধ্য গলগল স্রোতোধারা দুর্মর
নীল উতরোল ঢেউ স্ফীতোদর নীল নাভি
চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নীল যমুনায়
নীল কালির ঘন নীল বীর্যে নীল ডানার ঝটপটানি
নীল ঘনত্বে একটানা নীল অনিবার্য নীল ফেনশীর্ষে
নীলের তুমুল সমারোহ—আমার জমজমাট নীল পরিক্রমা
আমার নীল গাঢ় নীল লিখন ভংগীমা ক্রমাগত
তোমার দিকে—তোমার নীল ভুবনে আমার এই
নীল কালির অনর্গল প্রবহমানতায়
নীল খাম নিতল নীলবসনা ডাকটিকিট সাঁটা
আমার নীল চিঠি নীল সীলমোহর নিয়ে
নীল অপরাজিতার মতো তোমার নীল আঁচলে

আপন অন্তরালে

প্রেম ও ভালোবাসায় আয়নায় বিছানায় পদ্মা মেঘনায় শান ও আলিসায়
রেস্তরাঁর টেবিলে শুঁড়িখানায় চশমার কাচে
পেয়ালা পিরিচে রসুইঘরে
দুধে চিনিতে এবং কোথায় নয়
ফাটল ধরেছে সর্বত্র, স্থলে জলে, ফাটল মেলেছে
ডালপালা, ফাটল জেগেছে
শরীরময় ;
কণ্ঠস্বরে সম্মিলিত শব্দসংঘে গণ্ডারের চামড়ায় গাছের শরীরে মগজের
কুয়াশায়
প্রাসাদের ভিতে পায়ের নিচে জমিতে মৌচাকে
অন্তরীক্ষে কক্ষ কক্ষান্তরে
প্রেমিকার বাৎসল্যে এবং কোথায় নয়
ফাটল ধরেছে সর্বত্র, ক্ষেত-জাঙালে, নদী-নালায়, পাহাড়ে পর্বতে,
ফাটল জেগেছে ওতপ্রোতো
সৌরসংসারে, নক্ষত্রখামারে।

জুতোর মধ্যে বালির কাঁকর ঢুকলে চোখের মধ্যে
কুটোকাটা পড়লে যেমন
এক ধরনের কনকনে অস্বস্তি করকর করে বাজতে থাকে সারা গায়ে
আমার মধ্যেও তেমনি এক তুমুল ও ভঙ্গুর ভয়ঙ্কর
বাজনার আওয়াজ
শুনতে পাচ্ছি,
চিড়-ধরা আর্শিতে দেখছি কিছু ভাঙাচোরা মানুষের
পাশে নিজের হতচ্ছাড়া
মুখচ্ছবি
সদ্য মুণ্ডুকাটা ধড়ের মতো ছটফট করছে
মানুষের রক্তলোলুপ হিংস্রতা
কাঁটাবনে মুর্গিচোর শেয়ালের হাঁকাহাঁকিতে দায় হয়ে পড়ছে ঘরে টেকা

কিছু মানুষের স্ফটিক চোখে ডেলা
পাকাচ্ছে ঊর্মিমুখর প্রতিহিংসাপরায়ণ
রক্তোচ্ছ্বাস।
কেউবা চাইছে দরজার কুলুপ না এঁটে
ঘুমের বড়ির ঝিল্লিমন্ত্রে স্বর্গ থেকে
বিদায়,
কারুর চোয়ালের নিচে হিজিবিজি রেখার কঠিন কাটাকুটি ও গভীর
ফুটোর চিহ্ন,
এই সব নিয়ে একেকজন বেঁচে থাকতে
চাইছে একেকভাবে, ললিত পেশীতে
দিচ্ছে কুড়োলের কোপ—
এই ফাটলের কোন প্রতিধ্বনি নেই, সূচীভেদ্য অন্ধকার অবয়ব শুধু
রজ্জুর বিভ্রম।
ফাটল ধরেছে সর্বত্র, ফাটল মেলেছে কত অলিগলি,
ফাটল জেগেছে চামড়ায়
প্রবল বেলোর্মির মধ্যে দাঁড়িয়ে দু'চোখ কচলে বাঙময়
উদ্ধার আশায় আমিও
চ্যাঁচাচ্ছি, বলছি 'রক্ত চাই, রক্ত খাবো অষ্টাদশীর,
রক্ত চাই কবুতরের'
আমার বুক জুড়ে শুধুই শোণিত পিপাসার তরল কলরব ও তরঙ্গভঙ্গ
বলতে বলতে আমার মুখের কষ বেয়ে গড়ায় অঝোর রক্তধারা—
রক্ত চেটে আমি হেসে উঠি,
বলতে চাই দ্যাখো রক্তের ভেতরেও কেমন আগ্রাসী ফাটল ধরেছে আজ
ফাটল মেলেছে তার লোল ও কর্কশ জিভ, ফাটল জেগেছে শরীরময়।
রক্তমাখা এই যে উদ্যত কাগুজে বাঘের মুখোমুখি আমরা যেমন
অজ্ঞাত হাওয়ার ফাটলের মধ্যে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়ে আছি
আমরা তো জেনে গেছি 'রাইফেলের নলই সকল শক্তির উৎস'
তবু ফাটলময় বসুন্ধরার উৎসে আজো প্রজাপতি
ফড়িং-এর প্রীতি-সম্মিলনী
আজো মানুষের হাতে হাতে রেশম ও রুমাল ওড়ে,
ঘাম ও কামের গন্ধমাখা

নবীন শস্যের মঞ্জরী, আঁটি বাঁধা ধান, স্বপ্ন দ্যাখে
মাটির স্পর্শে নবান্নের
আজো গামছায় মুখ মোছে, নারী ও শিশুর হাত ধরে এগিয়ে চলে
হারমোনিয়ম।

উন্মুক্ত বিবেকের জিভ নেই তাই আজ তারা এমন নির্বাক,
শূন্য চোখে শুধু তাকিয়ে দ্যাখে
কিছু বধির, নির্বোধ ও বাচাল কলের কোকিল কেমন অন্ধকার
কোটরে বসে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে......

ঐ হাওয়ার ফাটল ধরে আজ আমি চলে যেতে পারি পাতাল অবধি—
পাতাল কোথায়?
আয়োজন মশারী ও জলের ভেতর, হলুদাভ গ্রন্থের ভেতর
কেতকী কুসুমে
• ফল ও আর্শির ত্বক পারদ আবরণ ভেদ করে আলোর ফলার মতন,
সূর্য কিরণের মতো ইথার তরঙ্গ কেটে, জলের মধ্যে চঞ্চলা শফরী
যেমন ছুলাৎছুলাৎ রূপালি বুদ্বুদ কাটে—
এই হাওয়া, এই শাদা যুঁই ফুল কুচি, এই আলোর সূক্ষ্ম শরীর
ভেঙে যতদূর সম্ভব, যদ্দূর এবং যতদূর......

কবির আত্মা

একটি কারখানা বা খনি—
ছন্দ উৎপাদনকারী কোন প্রজ্বলন্ত চুল্লীর মতোই তাঁর আত্মা ;
সবল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে
তিনি ঘুরে বেড়ান রাজ্যময়,
উপকূলবর্তী সে-রাজ্য যেন সমুদ্রগামী পোতাশ্রয়।
তিনি তাঁর কর্মীদের দেন উৎসাহ,
জোগান সাহস ও প্রেরণা
আর অভিনন্দিত করেন
অনুরক্ত পরিব্রাজকদের !
সাধারণতঃ রাত্তিরের দিকে নিভে আসে ঐ-চুল্লীর শিখা
কিন্তু কখনো-কখনো নৈশ-অপস্মার তাড়নায়
ফের জ্বলে ওঠে ঐ-চুল্লী, তাঁর আত্মা।
এবং তখনই ঐ ছন্দ-কারখানা বা খনি
উৎপাদন করে বন্য কল্পনার, নির্ঘুম
উদ্ভট এলোমেলো চিন্তা ভাবনার—

নতুবা সারাক্ষণই অখণ্ড শান্তি সুখ ও ঘুম।

গৃহদাহ

যেদিকেই বাড়াচ্ছি পা এগিয়ে আসছে শুধু
নির্বিকার কার্নিশের বিপজ্জনক কিনারা ঃ
আসলে হয়তো বড়ো বেশি দ্রুত উড়ে যাচ্ছে
সময়-মাকড়সার জালে বোনা আমাদের চীনাংশুক
ফুলন্ত শিমুলের উদ্ধত শাখায় বয়সের দ্রাঘিমা
কুয়াশার মসলিনে ঢাকা সংবেদনশীল ভোরের মোরগফুল
রানী মৌমাছির লালা মেশা পরাগ কেশর
অথচ আশ্বিনের টলটলে রোদ্দুরে কেমন কোমল
অবিরল উড়ছে অভিমানী কিশোরের উজ্জ্বল চুল

এতকাল আমাদের সংগী ছিলো বাহাত্তুরে তেত্রিশ
তালকানা শিরীষের ডাল, অনর্থক কার্পাস, ব্যর্থ মোমছাল
দুর্গপ্রাকারে বন্দী নির্জন আত্মার আঁধারে নিমজ্জিত
কেবল মর্মঘাতী পতনের শব্দ চূর্ণরাশি ঃ
শব্দহীন ঘুমের পাড় ঘেরা আঁধারের কূল ঘেঁষে কখন
আলোহীন বিশাল হৃদয়ে ফুটেছিলো
স্বর্গের আলো, স্বর্গাদপি গরিয়সী কুমুদ কহ্লার
কখন ঘনালো নিবিড় বিষাদছায়া, বিহ্বল স্ফোটক
জানি না কিছুই

বল্মীক অধ্যবসায়ে এইতো এতকাল— জতুগৃহের
ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা
আমাদের চারপাশে মাথা তুললো কত বিষবৃক্ষের চারাগাছ
ভাগাড়ের দিকে নেমে এলো কত লুব্ধচঞ্চু শকুনের পাল
অথচ আমরা তাকাইনি কোনদিকে—অবেলায় কেবল আমরা
দাঁড়িয়েছিলুম ঠায় স্থির অনড় প্রজ্বলনশীল পাটাতনে—
টের পাইনি কখন খাঁচার বাঁধন কেটে উড়ে গেছে
সাধের ময়না পাখি।

আর এই তো এখন আমাদের ঘিরে শুরু হয়ে গেছে
কেমন বিরাট তোলপাড় বহুৎসবের দাপাদাপি,
তেপান্তরের মাঠে ঘাটে দেখছি ছিন্নমূল প্রগলভ উল্লাস
কালান্তরের ফেনিল অভ্যুত্থান ও বিক্ষোভের আড়ালে
দিকচক্রবালে ঝিকিয়ে ওঠা লেলিহান রজতরেখা
আর কাছের তরঙ্গ ভঙ্গে ঘনিয়ে আসা করাল সর্বনাশ—
তবু আমরা দাঁড়িয়েই আছি বাড়িয়ে পা—
নির্বিকার এই কার্নিশের শেষ সীমানায়—

বন্দী নিবাসে

বনের বুক চিরে উঠছিলো কুড়োলের শব্দ
হাওয়ার শরীরে যেন প্রাচীন শীতের ছোবল
শ্রুতিতে ভেসে আসছিলো
কেবল একটানা ঠক ঠক ঠক ঠক

শব্দ............

যেন রক্তলোলুপ কোন জিভের আহ্বান—
কাঠঠোকরা কিম্বা অপদেবতার ;

অপরাহ্নের অবকাশে নিথর
গাছতলায় আমরা পরস্পর
দেখছিলাম ক্রুদ্ধ এক চিতার
জ্বলন্ত চোখ যেন জীবন্ত দুঃশাসন......

সমুদ্রের স্বাদ

আমরা সঙ্গ নিয়েছিলুম
খরস্রোতা এক পাহাড়ি নদীর
পিছু পিছু
সারাদিন ঘুঙুরের রুনুঝুনু বোল
আর ছলচ্ছল জলের মধুর ঐকতানে
মগ্ন রেখে, অবশেষে
নিয়ে গেলো আমাদের
সাগরের মোহনায়

আর্দ্র সিক্ত প্রখর রৌদ্র সমুজ্জ্বল সমুদ্র
লোনা হাওয়ার প্রচণ্ড থাপ্পড়ে
আবার আমাদের ফিরিয়ে দিলো
ঘরমুখো।

প্রণয় বিলাসিনী

টলটলে
ভরা চৈত্রের দুপুরে—
ত্রস্তা হরিণীর মতো রোদে-ভেজা
ঘাসের সমুদ্রে
কি ভেবে কোমল বালিকা সে একাকিনী
যেন টালমাটাল স্রোতের মন্দাকিনী
শিমুলের পাঁজর ফাটা তরাসে হু হু
বালিকার সাধ জ্বলিতেছে ধিকিধিকি
কাঁকুরে পথের সিঁদুরে লিপ্ত মুখশ্রী
চিকুরে তাহার অপলক রৌদ্র-ঝাঁঝ।
বালিকা তাহারে ভালোবাসে বুঝি
ঐ সুকুমারমতি বালকে—
গোষ্ঠের রাখাল?
দারুণ দহন বেলা মাঠ ভেঙে
ছুটিতেছে ছুটিতেছে সে ঐ প্রাণপণ;
বালিকা বাঁধিবে তা'রে
লতানো বাহুডোরে নিবিড় প্রণয় বিলাসে
ওষ্ঠে রাখি ওষ্ঠ দুধ্‌ দাঁতে জিভ......

অবিরল সূর্য, জল আর কবিতার

একদিন আমি চুপিসারে সোনার কপাট ভেঙে ঢুকে পড়েছিলুম
খাঁ খাঁ শূন্য এক রাক্ষসপুরীতে
কেউ ছিলো না কোথাও, শুধু ঘরের পর ঘরের সারি—
মাঝখানে একটি সুন্দর স্বল্পালোকিত ঘরে দেখলুম
সোনার পালঙ্কে পালকের কোমল বিছানা পাতা
তার ওপর অকাতরে ঘুমোচ্ছে
—'ও কে?' তীব্র একা এক বন্দিনী রাজকন্যা!
আপ্রাণ ডাকাডাকি করেও তাকে আমি ওঠাতে পারলুম না
তার সেই অচেতন ঘুম আমি কিছুতেই ভাঙাতে পারিনি
শিয়রে দাঁড়িয়ে শুধু দেখেছি কেমন ঘুমন্ত কোমলতায়
গলে গলে অফুরন্ত এক নীল অপরাজিতা মেলেছে কি অপরূপ পেখম
তার নিরাভরণ অহংকারী ঠোঁটে নেমেছে যেন নিরঞ্জন মন্ত্রোর ঢল
একেকবার মনে হচ্ছিলো এই বুঝি বেজে উঠলা কনক ঘুঙুর
সত্যি আমি ঘুণাক্ষরে জানতুম না জীয়ন কাঠি-ফাটির রহস্য
কোথায় আছে সোনার কাঠি, কোথায় অছে রুপোর কাঠি,
কোথায় আছে ভ্রমর কৌটো, কোন্ পাতালে রাক্ষুসীদের প্রাণ-ভোমরা ;
বোকার মতো তাই আমার কেবল গলা ফাটানোই সার হলো
কই চিচিংফাঁকের মতো অলৌকিক ঘটলো না তো কিছুই
আমি তখন তার অনামিকায় ওষ্ঠ ছুঁইয়ে সুধোলাম
'তুমি কার?'
নিচু হয়ে তার স্তনের বোঁটায় বুলিয়ে দিলাম তৃষ্ণাতুর 'জিভ
চুরি করে গন্ধ নিলাম উরুতে রাখলাম হাত
পাপ-টাপের কথা আমার একবারও মনে পড়েনি
আমি যে শুধুই তার ঘুম-ই ভাঙাতে চেয়েছিলুম
আমার ঐ ডাকে সাড়া না দিয়েও যেন সে বলছিলো
নিরন্তর তার উষ্ণ গভীর নিঃশ্বাসে আর ভরাট বুকের ওঠানামায়
'আমি কারুর নই, আমার উপমা আমিই শুধু—দুর্নিবার,
এইমাত্র আর কিছু নয়......'
বাকিটা কেবল অবিরল সূর্য, জল আর কবিতার......

এখনো যারা বেঁচে আছি

অতঃপর ডুবে যাবে রোদ, উজ্জ্বল রোদের বেলা,
মরে যাবে নীলকান্ত দিনের সুষমা
গভীর নিস্তব্ধতায় ভাসবে কিছু নীল মুহূর্ত
নম্র হয়ে আসবে সমগ্র জনতার কণ্ঠস্বর ;

ঋতুমতী বসুন্ধরা এখন কেমন
প্রশান্ত সুস্থির এবং আর্দ্র।

আমার কেবল মনে পড়ছিলো
আমার জ্ঞাত সমস্ত গোধূলি সময়
আমার স্মৃতিতে ভাসতে ভাসতে
চোখের সামনে......

আমার কেবলি মনে পড়ছিলো
অরণ্য কেবলি মনে পড়ছিলো
অরণ্য ও চড়ুইভাতির গাঢ় দিনগুলি
কেমন ব্যাপক এবং সুসংবাদবাহী
ছিলো আমাদের কাছে—
অদূরে কোথাও নুড়ি পাথরের ওপর গড়ানো
দুরন্ত ঝর্ণার ছলচ্ছল শব্দ-ফেনা
যেন ক্ষৌমবস্ত্রে আরাম ও উষ্ণতায় ভরা কিছু একটা
প্রিয় জীবন এবং মাটির সুঘ্রাণ, আহ!

দীর্ঘজীবী হোক
সুস্থ জীবন এবং যাবতীয় সুন্দর
এবং

ভা

লো

বা

সা

নির্জন কারাবাস

নিঃসন্দেহে তা' কাউকে প্ররোচিত করে হিসেব কষতে
যখন কাউকে বলা হয় ঐ খানে, ঐ দরোজার পেছনে
সন্তরাজা নবম লুই ছিলেন তিন মাস নির্জন কারাবাসে।
এবং এখনো কী তাজা, কত মর্মস্পর্শী মনে হয় ঘটনাটি
এই দেশে যেখানে বিধ্বস্ত বিস্ময় ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ
মৃত্তিকার ওপর—
এত প্রাচীন যে পৃথিবীর অন্যত্র যার দেখা
দুর্লভ অতিশয় ;
তাদের সম্মুখে মনে হয় কোন কিছুই গতকালের নয়
সবই হালফিল
তার বিনষ্ট বাহক নামটি এত দেমাকী যে
স্মৃতির মাধ্যমে সে জেনে যায় নির্ভুল এবং যথাযথ।
—মূল কাণ্ড এবং শাখা পার্শ্ববর্তী শাখাদেব সংগে
দ্যাখে তার পূর্বপুরুষেব দশা, বোরুদ্যমান ;
বিলুপ্ত গীর্জা ;
এমন কি গর্বোদ্ধত মিনার, আদিম মঠ
কিম্বা সমাধির নিচে যে-ভূমি সর্বদা নীরস।

বাণিজ্যিক প্রতিনিধি

সুবেশ মসৃণ টেরিকাটা এই যে ইনি
একজন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি—
বাস-ট্র্যাম-রেলের সিজন টিকিট হোল্ডার
নিয়মিত যান নাপিতের দোকানে,
শহরতলী এলাকায় তার নিবাস
প্রতিদিন ৮টা ১৩'র এক্সপ্রেস বাস চেপে
অফিসে যান প্রত্যহ
সপ্তাহে ৫ দিন মাত্র অফিস তার
বাড়ির পেছনের আঙিনায় তিনি
কাঁকড়া-বিছে ঘাস আর ছত্রাকের চাষ করেছেন ;
নিজস্ব ইঁদারার শ্যাওলা পরিস্কারের তাগাদায়
স্ত্রী তাকে প্রায় পাগল করে তোলার যোগাড়।

ছুটিছাটায় বন্ধুর গাড়ি চড়ে কোথায় যেন যান
ফেরেন আপাদমস্তক মাতাল হয়ে
মুখমণ্ডলে উত্তম-মধ্যমের চিহ্ন নিয়ে ;
ইতোমধ্যে অফিসের এ্যাংলো স্টেনোটিকে
গর্ভবতী করেছেন, ...
প্রাইভেট নার্সিং হোমে
গর্ভপাতের বন্দোবস্তও করেছিলেন
কিন্তু মেয়েটি বড়ই বেয়াড়া, বাচাল ও নিচমনা –
যথাসময়ে যমজ সন্তান
উপহার দিলো তাকে ;

ডিটারজেন্ট এনে দ্যায়
বিজলির শুভ্র চমক, সফলতা—
অই বাণিজ্যিক প্রতিনিধির পোশাক-আশাকে।

নিজের বিষয়ে দু'চার কথা

এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো

আমার কলম ঘুরে বেড়ায় মানস সরোবর
আমার রুমাল ওড়ে চিল্কা থেকে সুদূর বোরোবুদুর
আমার সময় কাটে কাক ও কাকাতুয়ার ঝাঁকে

এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো

আমার চিঠি ঔরংগাবাদের এক্কায় চড়ে ইলোরায়
আমার চটি স্বপ্ন দেখে নীহারিকার
আমার চোখ চোখ মারে ইচ্ছে মতন

এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো

আমার জামা এক নিমেষে ভ্রমণ করে দুই গোলার্ধ
আমার জুতো লুটিয়ে পড়ে ঘুমঘোরে
আমার মোজা অভিমানী বন্ধুবিহীন

এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো

আমার ঘড়ি তাড়াঘড়ি ঘুমিয়ে পড়ে
আমার হাত সোনার পাত
আমার আঙ্গুল রুপোর চামচ

এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো

আমার গান তারার আলোয় চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলি
আমার প্রেম ছন্নছাড়া বৃন্দাবন
আমার স্বপ্ন বধির এবং শব্দহীন

এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো

আমি কুড়িয়ে পেলুম গুপ্ত যুগের তাম্রশাসন
আমি ছুঁড়ে মারি যেমন খুশি কলসি কানা
আমি নামিয়ে নিলুম টুপির কানাত

এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো

বেল পাকলে কাকের কি
কাকের বাসায় কোকিল পাড়ে ডিম
আমার গল্প ফুরোয় নটে গাছটি মুড়োয়

এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো

সুখের পতাকা নিরন্তর

এসো, হলুদ কাঠের ঐ গেট খুলে ভেতরে চলে এসো সোজা।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন এসো নির্ভয়ে
লাল সুরকির নিস্তব্ধ তোলপাড়ে আলোড়িত ঘূর্ণীর ঝড়
মাড়িয়ে, রাঙা ধুলোয় ও রাঙা পায়ের পাতা
ডুবিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারো যেমন খুশি তোমার,
কেউ কিচ্ছুটি বলবে না
এই বাগান আমার।

দ্যাখো দ্যাখো ওই দিকে কেমন সুন্দর
সমর্পিত গোলাপের ঝাড়,
ফুটেছে কত বিস্তর গোলাপ ও কার্ণেশন—
হ্যাঁ এদিকে তাকাও এবার দেখেছো
এই শুদ্ধ নিরুদ্দেশে কত সূর্যমুখী আর যূঁই,
উচ্ছ্বসিত বোগেনভিলিয়ার রঙিন সারল্যের
আড়ালে কেমন সহাস্য চন্দ্রমল্লিকা ;
আহা প্রাণভরে দ্যাখো মরশুমি ফুলের ঐ মরকত শয্যা—
নিদাঘের অফুরন্ত দিন কেমন অলস হাই তুলছে তোমাকে দেখে।
খড়কুটোর এই ঘরসংসারে সারা দিনমান আমি
ডুবে থাকি অবিশ্রান্ত কিচির মিচিরে।
বাস্তবিক ঐ সব ফুল, স্ফুটোন্মুখ কুঁড়ি ও তৃণলতার নির্ভরে
আমারও দিন কেটে যায়, দিনান্তে সবুজ কোলাহলভরা দিনগুলি
মরে যায়। মরে যেতে পারি আমরাও লণ্ঠনের কমলা আলোয়।
দুর্লভ বনৌষধির ঝোপ থেকে তুলে আনি বিস্তারিত শিকড় ও বাকড়।
গভীর সবুজ অন্ধকার আরণ্যক দুপুরে যদি তুমি দ্যাখো অসংখ্য,
অগণন কিলবিল সাপ, ভয় পেওনা ওরা নির্বিষ
ওরা আমার হৃদয়ের কালো গর্তের বাস্তুপ্রধান......

কি হলো, অমন করতে নেই, ছিঃ এদিকে তাকাও। শোন
এই বাগানে জাগে না প্রতিধ্বনি ও মর্মর
এই বাগানে শুধু যুদ্ধের পতাকা নিরন্তর
এই বাগানে ঘাস নেই একটাও
এমন কি নুড়ি পাথর চাপাও নয়।

পাতা ঝরার উৎসব

উত্তরায়ণের মেরু বারান্দার সিঁড়ি থেকে
এইমাত্র ডেকে গেলো যারা—
বৃন্ত ছেঁড়া, উদ্বেলিত রাশি রাশি
টুপটাপ শব্দ প্রতিধ্বনি ;

ভোরের কুন্দকলি এখনো শিশিরে উন্মুখ !

বন থেকে বনান্তরে শাল ও শিরীষ
হেঁকে চলে দ্রিদিম দিম দ্রিদিম দিম
উদাসীন সন্ন্যাসীর মতন রুদ্রাক্ষ দিন
আসন্ন গাজনের চৈত্রের হরিয়াল ;

ঠা ঠা রোদের পাঁজর ফাটা বিষম চিৎকারে
ভুবনডাঙা যেন লাফিয়ে পড়ে
খোয়াই-এর গেরুয়া প্রান্তরের ঘাড়ে......

চারিদিকে সাজ সাজ রব
এবার শুরু হবে পাতা ঝরার উৎসব।

নিজস্ব ফাঁদ

মানুষ যে তার নিজস্ব ফাঁদেই পড়ে ধরা
হয় নাজেহাল, খায় নাকানি-চোবানি
দেয় আক্কেলসেলামি, দীর্ঘ নাক-খৎ
কিন্তু ফের নিজেরই নাক কেটে
পরের যাত্রাভঙ্গে দেখা যায় সে
সাতিশয় তৎপর—কখনো বা
মুখোশ এঁটে কখনো বা নির্জলা শাদা চোখে ,
অথচ মানুষই বলে 'এ-জীবন দু'দণ্ডের'
তুমি মায়া আমি মায়া কেউ কারুর নয় ,
এই মর্ত্যভূমি সে তো খালি রঙ্গমঞ্চ
মানুষই সাজে কুশীলব নানা ভূমিকায়
তারপর একদিন পাল্টে যায় পালা
যদিও মানুষের ভূমিকালিপি থাকে পূর্ববৎ।

নাক্ষত্র খামারে

দৃশ্যমান ফুলগুলি ফুল এই ভেবে কাল সারারাত বহুক্ষণ
ফুলগুলি ফুল ভেবে ভেবে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে
চুপচাপ ফুল থেকে ফুলে সারারাত এক দীর্ঘ ভুল স্বপ্নে
একে একে ফুলগুলি ফুল হলো, নীল নীল ফুল হলো
রাঙা রাঙা হাঁস হলো তারপর উড়ে গেলো
মিশে গেলো ডুবে গেলো ঝরে গেলো টুপটাপ
নীল নীল হিম-কুয়াশায় ভেসে গেলো ফুল থেকে ফুলে
কাল তারা পৃথিবীর নারীদের মতো হাঁস হলো ফুল হলো
তারপর চলে গেলো বহুদূর আকাশে, আকাশলীনা
শিশিরের কল্পনার যৌথ নাক্ষর-খামারে।

পরাজিত শত্রুর মুখোমুখি

আমি খাপে ভরে নিলুম আমার তরবারি।

ক্ষমা করলুম, যাও যেখানে খুশি তোমার
ফিরিয়ে নাও তোমার ঐ ব্যর্থ চোখের দৃষ্টি
যাও আমার সম্মুখ থেকে—
তোমার ঐ দৃষ্টির মধ্যে ক্রমশ
লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আমার সমস্ত বোধাবোধ ,
আমি পরাজিত শত্রুর মুখোমুখি হতে পারি না।
আমার যুদ্ধ তো ছিলো ন্যায়ের স্বপক্ষে
দারুণ মিষ্টি ছিলো কিন্তু যুদ্ধটা।
হে আমার বৈরী হন্তারক
এবার তুমি অবাধে যেতে পারো,
যাও—জয়ের লজ্জায় দেখছো না
কেমন অধোবদন
এই যে তোমার পদতলে নতজানু হয়ে আছি।

নক্ষত্র-তৃষ্ণা

পাথরের নক্ষত্র-তৃষ্ণা নিয়ে জাগ্রত আকাশের
অবতলে উঠিছে ভাসিয়া ভ্রাম্যমাণ এক
বালকের সিলুয়েট ছবি ; বালক এসেছে যেন
ত্রিবেণী সঙ্গমে, সামনে তার বিছানো এলোমেলো

পথের চাদর—বালক কি জানে কোন্ পথে যেতে
হবে তাকে, কতদূরে? বালক জানে না ; বালকের
পথ নিয়ে গেছে সাথে করে হেমন্তের মজা সূর্য
রোহিত সমুদ্র থেকে কালিন্দীর কূলে কূলে।

বালকের পথে এখন কেবল কিশোরী মেঘের
মন্দ্র ঘনঘটা, সারি সারি কিংশুক বল্লরী যেন
ফেঁদেছে রৌপ্যবাক বাঁধারা, মালিনীর পাশাচক্রে
কপট ছলাকলার মায়াজাল অন্তরীক্ষ জুড়ে।

পাশাপাশি পথে তিন আশাবাদী চাষা নিরন্তর
বুনে চলে গল্প সুদিনের সুবাতাসের নির্ঝর ;
দু'জন ঝাপসা মানুষ মানুষী হাত ধরাধরি
করে উল্টো পথে গুনগুন কথার বিনুনী গাঁথে—

তাদের হৃদয়ে এখন ঝুরঝুর কদম রেণু
সোনালি খড়ের ঘ্রাণে ভরপুর হৃদয় চীনাংশুক—
চাঁদনি ভেজা দেবদারু শীর্ষের ভৌতিক নিস্তব্ধতা যেন
নেমে এলো চরাচরে জীবনের কিছু গূঢ় আয়োজন নিয়ে।

তরুণ কবি

টাট্‌কা সতেজ গন্ধ নাও ঐ সুকান্ত কবির
ঐ তেজী তরুণ কবির—
বড়ই অসুখী তিনি,
'মানবতার বিছানার চাদরে আরশোলা' বিষয়ক
একটি তির্যক ঘন অন্ধকারময়
কবিতা লিখেছেন তিনি।

কেউ-কেউ যারা তার কবিতানুরাগী
সেই সব বুদ্ধিমানরা
শ্রীমানের কবিতাটি পাঠিয়ে দিলো
'রবিবার সাময়িকীর' ঠিকানায়
হিমঘ্ন রায়কে।
কবিতাটি শিরোপা এনে দেয় কবিকে
প্রথম পুরস্কারের শিরোনামে ;
(শ্রীমতী তর্লা বাজপেয়ী তোলেন সান্ত্বনা পুরস্কার।)

কবি সমাজে এখন তিনি আদৃত কবিকুল শিরোমণি
তার লেখা পরিষ্কার বোঝা যায় আজকাল
বোদ্ধারা কিন্তু বলেন 'গোল্লায় গেছে হে ছেলেটা।'
'খারাপ সঙ্গী সাথীর পাল্লায় পড়েছেন কবি'
বলেন কেউ কেউ

একজন মনোসমীক্ষকের তত্ত্বাবধানে
থাকতে হচ্ছে কবিকে গত ক'মাস,
'এবার তিনি হারিকিরি করবেন'
এরকম ভাবছেন বলে রটায় মন্দ লোকেরা—
আসলে কবি এই প্রথম স্নানে যাবেন।

হাওড়া ব্রীজের ঠাট ও কারুকৃতি

বিশাল এক রুপালি ঢেউ যেন তার
পেলব ইস্পাত নির্মাণ—পেছনে
তাসের পিঠের ছবির মতন
চকচকে নীল এলুমিনিয়াম আকাশ ;
অদূরে অবিশ্রাম প্রবহমানতায়
গুঞ্জরিত সধূম রেলস্টেশন।

বিশাল ব্যাপক প্রসার ও
ক্যাণ্টিলিভার অবস্থিতি তার
তাকে ঘিরে পল্লবিত বাহুডোরের মতন
অসংখ্য তার ও লোহা,
ধাতব পালকে তার
লৌহ টিপের ঝালর সজ্জা ;

নগর কলকাতার নাগরী
বিপ্রলব্ধা কম্পিত হৃদয়
সে এক ধাতব রুপালি হাঁস
অটুট তার ছন্দ সংহতি—
উদ্বেলিত তরঙ্গে নৃত্যপর
তার দোদুল্যমান দেমাকী
ঠাট ও কারুকৃতি।

কোন স্বপ্নের দুঃস্বপ্নে

বড়ো আরো বড়ো এ্যাতো বড়ো দু'হাত ছড়ানো ব্যাপ্তি তার
যেন প্রসারিত ভূমণ্ডলে মুহুর্মুহু ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত,
নভোনীলিমায় সমুদ্ভাসিত ক্ষার-নীল অচিরাৎ
ধূমল অঙ্কে স্থাপিত কেবলই ধূমায়মান স্বপ্নচারিতা ;

সৌরসংসার ঘিরে পৃথিবীর কমলালেবু ছাঁদে
শুধু ধ্বনির শুধু প্রতিধ্বনির ব্যাপক শব্দ লহরী
নন্দিত করে বিপুল জলরাশি, অবিরাম ঐ একই
উৎসের প্রহরী
শব্দস্রোত, শোঁ শোঁ শব্দপুঞ্জ বধির করে তোলে শ্রবণ।

পোড়া তামাকের কটু স্বাদে জ্বলা জিভ, বিশুষ্ক কণ্ঠ ও বুক
রাতপাখিদের উপদ্রুত বলয়ে জাগরূক রিরংসু বাসনা
ইতস্তত কাঁকুরগাছির কবরময় উত্থান থেকে বিবসনা
সুন্দরী যত বৃক্ষলতা চিত্রল অন্ধকারে জেগে ওঠে ফের।

বুকে তার গৈরিক সমারোহ, দেখিয়াছি রুধিরাক্ত প্রাণে
রোরুদ্যমান স্মৃতিরূপী মৃৎপাত্রে মন্থিত অতীত জলোচ্ছ্বাস ;
অথচ প্রাচীন ঝিলের কর্দমে পুনরুত্থিত এক মুমূর্ষু হাঁস
কোন স্বপ্নের দুঃস্বপ্নে একাকার করে দেয় সমগ্র অতীত ও বর্তমান।

তিনি কি

তিনি আমাদের দুর্গম গিরি কান্তার মরু
বন্ধুর উৎরাই, লৌহদুর্গ, কঠিন বর্ম
আমাদের পার্থসারথী জাম্বো জেট
শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি,
আমাদের জজ সায়েব পথ প্রদর্শক
বিপত্তারণ কেশববাবু,
পিতা এবং নিস্কৃতিস্বরূপ ;
তিনি আমাদের শান্তি প্রলেপ দাদের মলম
গর্ভ নিরোধ বটিকা, ...
নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য—
তিনি আমাদের অনুসরণ করেন
বঙ্গোপসাগর মেঘনা বাথরুম অবধি ;
মেরু এবং চাঁদে
যেখানেই তিনি আমাদের পাঠান
যেখানেই তিনি আমাদের অনুসরণ করেন
সেখানেই তিনি আমাদের জন্য থাকেন অপেক্ষায়।
তিনি কণ্ঠস্বর হয়ে রাতের বেলা
আমাদের সঙ্গে বলেন নানান কথাবার্তা,
ঘটনার কেন্দ্রাভিমুখী আমাদের নিয়ে যান
সুবর্ণ সুযোগের দিকে ;
বাৎলে দেন আমাদের পায়ে দাঁড়ানোর অদৃশ্য উপায়।
বুড়ো মানুষ, শিশু এবং কুকুর এবং কবি
এবং গ্রন্থকার এবং তার আস্তিনের নিচের
অজানার সংগে ভবিষ্যতের আশা নিয়ে
যে-ছায়াছবি তার সমস্ত সংলাপের
শেষ কথা তিনি।

গতকালের উন্নতিশীল রশ্মি বিচ্ছুরিত উষ্ণীষ
আগামীকালের খেলার স্বাগতিক
যখন ভেতরে কঠিন সংকট।
সর্ব বর্ণেই আছেন তিনি
কালো শাদা পীত এবং লাল
এবং আপাদমস্তক বাদামী তিনি—
তিনি জানেন কখন আমরা ঘুমোই
আর কখনই বা জাগি।
তিনি ক্যাচ তোলেন লোফ্ফা
দশ হাত ওপরে এবং
আবার কখনো একচক্ষু পাতৌদিকে দিয়ে
ফেলে দেওয়ান সে-ক্যাচ

ঠিক তোমাকে তোমার
গোড়ালির ওপর রাখার জন্য।
তিনি পছন্দ করেনঃ
হামবার্গার, মর্তমান কদলী, উইক-এন্ড
পোকা মাকড়
শিয়া সুন্নী এবং হঠাৎ ইহুদি
হাড়ভাংগা খাটুনি
সৎ প্রতিবেশী শাশ্বত রূপসনাতন
ভুয়োদর্শী সর্বজ্ঞ
এবং এই বাংলাদেশের একজন সম্মানিত নাগরিক
তা সে যে কোন দেশেই হোক না কেন
তার জন্মভূমি ;
কিন্তু ক্যানসারে তোমার পটল তোলার পরে
অথবা গাড়িচাপা পড়ে থেৎলে গেলে
বা বুকের রক্তক্ষরণে অক্কা পেলে
অথবা হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে
যখন তুমি নিজেকে হত্যা করো

অথবা নিহত হও বেইরুটে কংগোজলে
অথবা সাদাসিধেভাবে মরে যাও তিমুরে
অথবা বেছে নাও নিপ্পনি হারিকিরি
তিনি সব কিছু ঠিকঠাক করে দিতে পারেন
এবং দেনও।